দৈনিক খবর

তারিখ 12 FEB 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউশনের

৩৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভর হতে হবেঃ এরশাদ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, সমাজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে নেয়াই হচ্ছে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রাম। তিনি দেশ ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ সেবায় এগিয়ে আসার জন্য দেশের প্রকৌশলী সমাজের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি প্রযুক্তিতে আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, দ্রুত জাতীয় উন্নয়নের এটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

প্রেসিডেন্ট গতকাল বিকালে ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ৩৪তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করছিলেন। চার দিনব্যাপী এই সম্মেলন গতকাল ইনস্টিটিউশন চত্বরে শুরু হয়েছে। সম্মেলনের এ বছরের বিষয়ঃ পানি ব্যবস্থাপনা।

প্রেসিডেন্ট বলেন, বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগ। নব নব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের যুগ। বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রায় প্রযুক্তি উদ্ভাবনীতে যেসব জাতি নেতৃত্ব দিয়েছে তারাই অর্থ-নৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কলকারখানায় তাদের উৎ-

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

তারিখ 12 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভর হতে হবে

(প্রথম পৃঃ পর)

পাদন বেড়েছে অকল্পনীয়ভাবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও তাদেরই প্রাধান্য। উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে তাদের সমাজ থেকে দারিদ্র্য মুছে গেছে। তারা বেকার সমস্যা সমাধান করেছে, নিশ্চিত করতে পেরেছে সামাজিক ন্যায়বিচার।

এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, বাংলাদেশের সমাজে প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য ও সম্পদের অপ্রতুলতা। সে কারণেই এখানে আছে বেকারত্ব, আছে মানুষের হতাশা। এই অভিশাপ থেকে মুক্তির অন্যতম পথ কারিগরি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার বিকাশ। তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের দেশসমূহে প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশে প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। অথচ আমাদের দেশে দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা একেবারেই অনুপস্থিত। তিনি বলেন, প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এই ঔদাসীন্য দূর করে আমাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সভাপতি ডক্টর প্রকৌশলী রফিকুদ্দিন আহমদ সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক প্রকৌশলী মিজানুল হক, প্রকৌশলী রুহুল মতিন ও প্রকৌশলী এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান।

ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব মওদুদ আহমদ, প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, মন্ত্রিবর্গ, কূটনীতিকবর্গ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এবং পাঁচ শতাধিক ইঞ্জিনীয়ার সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশ নেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, দু' হাজার সালের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমার সরকার দৃঢ়-সংকল্প। তাই শিল্পায়নসহ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

জনগণের কল্যাণের জন্য নতুন নতুন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে আমি দেশের প্রকৌশলীদের পাশে চাই। প্রকৌশলীরা আমার হাতকে সফল করুন।

দেশের প্রকৌশলীদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, দেশকে গড়ে তোলা প্রকৌশলীদের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আপনাদের আরও নিষ্ঠাবান হতে হবে। তিনি বলেন, দেশের সম্পদ অতি সীমিত। সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে দেশের উন্নয়ন সাধনে প্রকৌশলীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আমাদের নিজস্ব সম্পদ ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর বেশি নির্ভরশীল থাকলে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা তার স্বাধীন সত্তা খুঁজে পেতে পারে না। আর পারে না পর-নির্ভরশীল জাতি কখনও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, বন্যাই জাতির একমাত্র সমস্যা নয়। বাংলাদেশে শুকনো মওসুমে পানির অভাব দেখা দেয়। অনেক স্থানে কৃষি জমিতে সেচের জন্য পানি পাওয়া যায় না। খরায় পুড়ে হলুদ হয়ে যায় ফসলের ক্ষেত। অনেক জায়গায় গভীর নলকূপেও পানি আসে না। এতে শুধু কৃষকই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। মাটির নীচে পানি আরো গভীরে চলে যাওয়ায় গাছপালাও মরে যাচ্ছে। শুরু হচ্ছে মরুকরণ প্রক্রিয়া। এমনি প্রক্রিয়ায় এখন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের রাজশাহী এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। তিনি ইঞ্জিনীয়ার সেমিনারে এ বিষয়গুলো আলোচনা করে বাস্তব সুপারিশমালা প্রণীত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের শহর-বন্দর, গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট, পুল-সেতু-কালভার্ট ও বাড়িঘর নির্মাণ কিভাবে নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত কম খরচে ও অধিক সঙ্গতির মধ্যে করা যায় তার প্রযুক্তিক ব্যবহার বিধি প্রকৌশলীদের খুঁজে বের করতে হবে। নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে শিল্পায়নে সাহায্য করতে হবে। উৎপাদন বাড়িয়ে আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা অবশ্যই কমাতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি জানি প্রকৌশলীদের অনেক সমস্যা রয়েছে। সরকার প্রকৌশলীদের এসব সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট দেশের প্রকৌশলী সমাজের প্রশংসা করে বলেন, আমাদের প্রকৌশলীদের মেধা রয়েছে। অন্যান্য দেশের প্রকৌশলীদের তুলনায় কোনো অংশই তারা কম নন। এদেশের একজন প্রকৌশলী পৃথিবীর সর্বোচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করে বরণীয় হয়ে রয়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রকৌশলীদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে সীমিত সম্পদ এবং আপনাদের অভিজ্ঞতার দক্ষ ও সমন্বিত প্রয়োগ নিশ্চিত করুন। এতে দ্রুত দারিদ্র মোচনে আমরা সক্ষম হব। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের শিল্পই বলুন আর কৃষিই বলুন, কোন ক্ষেত্রেই দেশের প্রকৌশলীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মিজানুল হক বলেন, দেশে এখন দু'সহস্রাধিক প্রকৌশলী বেকার রয়েছে। তিনি প্রকৌশলীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভাপতির ভাষণে ইনস্টিটিউশনের সভাপতি ডক্টর প্রকৌশলী রফিকুদ্দিন আহমদ বলেন, বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা অনুযায়ী আগামী ২০১০ সালে শুধু কৃষিখাতেই এক কোটি বিশ লক্ষ কৃষি শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে। শিল্প তথা অকৃষি খাতকে ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই লক্ষ বেকার মানুষের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।